প্রবীণদের বাড়িতেই পৌঁছচ্ছে 'হাসপাতাল'

তানিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

চাকরিসূত্রে গত আট বছর লন্ডনের বাসিন্দা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তান্ত্রী রাহা। বছরে এক বার কলকাতায় আসেন বাবা-মায়ের কাছে। প্রবাসের দিনগুলো কাটে বয়স্ক বাবা-মাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায়। আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়লে কে দেখবে ওঁদের? প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থাটুকুই বা কে করবে?

একই অবস্থা কানাডাপ্রবাসী রৌনক সাহারও। বাবা ক্যানসার রোগী। এত দিন কলকাতায় মা-ই সব সামলাতেন। এখন মায়েরও স্মৃতিভ্রংশের সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কী করবেন রৌনক? চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থাটাই বা কী?

ইদানীং এমন সমস্যা নতুন নয়। অসুস্থ প্রবীণ নাগরিকদের দায়িত্ব নেওয়াটাই এই মুহূর্তে শহুরে জীবনের একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আর সেই কারণেই কলকাতা জুড়ে ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে 'হোম কেয়ার সার্ভিস'। অর্থাৎ বাড়িতেই হাসপাতালের পরিষেবা।

এমনই একটি সংস্থার অধিকর্তা সোমা ভট্টাচার্য বলেন, "বয়স্ক মানুষদের নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন। হাসপাতালের পরিষেবা দেওয়ার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। তার বাইরে যত্ন নেওয়ার সুযোগ নেই। আমরা সেই বাইরের যত্নটাই নিচ্ছি। অসুস্থ প্রবীণদের আর কষ্ট করে হাসপাতালে যাওয়ার দরকার নেই। চিকিৎসা পরিষেবাই পৌঁছে যাবে তাঁদের কাছে।"

সংস্থার সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসকেরা জানান, যাঁরা সংস্থার সদস্য হবেন, সপ্তাহে অন্তত তিন দিন শারীরিক পরীক্ষা করতে তাঁদের বাড়ি যাবেন চিকিৎসকেরা। শয্যাশায়ী সদস্যদের জন্য সর্বক্ষণের প্রশিক্ষিত নার্সের ব্যবস্থাও থাকবে। চিকিৎসক রানা মুখোপাধ্যায় বলেন, "বয়স্ক মানুষদের যত্ন নিতে প্রশিক্ষিত লোকের প্রয়োজন। যাঁরা তাঁদের মানসিকতা বুঝবেন, শুধু যন্ত্রের মতো ওষুধ খাওয়াবেন না।"

চিকিৎসকেরা জানান, বহু প্রবীণ স্মৃতিভ্রমের সমস্যায় ভোগেন। তাঁদের দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি রাখা যায় না। আবার বাড়িতে তাঁদের যত্ন নেওয়ারও কেউ থাকেন না। ফলে সমস্যা বাড়তে থাকে। একা হয়ে পড়া বেশির ভাগ প্রবীণ নিজেকে অবহেলিতও মনে করতে থাকেন। ফলে সব সময়ে তাঁদের সঙ্গ দেওয়ার মতো মানুষও খুব দরকার।

শুধু প্রবীণ নয়, প্রয়োজনে শিশুদের জন্যও বাড়িতে এই ধরনের চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা থাকছে বলে জানাচ্ছে হোম কেয়ার সার্ভিস সংস্থাগুলি। যে শিশুরা জন্ম থেকে শারীরিক বা মানসিক সমস্যায় ভুগছে, যাদের বাবা-মা দু'জনকেই অনেকটা সময় বাড়ির বাইরে থাকতে হয়, তাদের বাড়িতেও দেখভাল এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা হবে বলে জানান সংস্থা কর্তৃপক্ষ।

কী ভাবে এই পরিষেবাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, চেষ্টা চলছে তারও। একটি সংস্থা যেমন উন্নত প্রযুক্তির আপৎকালীন সঙ্কেতের ব্যবস্থা রাখছে তাদের পরিষেবায়। এই ব্যবস্থায় গ্রাহকদের হাতে বাঁধা থাকবে একটি রিস্টব্যান্ড। তাতেই থাকবে অ্যালার্ট বোতাম। আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়লে, এক বার বোতাম টিপে দিলেই হবে। রোগীর অবস্থান নির্ণয় করে চিকিৎসকেরা পৌঁছে যাবেন তাঁর কাছে।

নতুন এই পরিষেবাকে স্বাগত জানাচ্ছেন এ শহরের চিকিৎসকরাও। তাঁরাও মনে করছেন, জীবনযাত্রার বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের পরিষেবা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। চিকিৎসক সুকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন,"শহরের প্রবীণেরা যদি হাতের নাগালে যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবা পান, তা হলে সেই ব্যবস্থাকে অবশ্যই স্বাগত জানানো উচিত। উৎসাহ দেওয়া উচিত, যাতে এই ধরনের সংস্থা যাতে আরও বেশি সংখ্যায় গড়ে ওঠে।" ক্যানসার চিকিৎসক গৌতম মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই ধরনের পরিষেবা এই মুহূর্তে খুবই জরুরি। তবে গ্রাহকেরা প্রতিশ্রুতি মতো পরিষেবা না পেলে কোথায় যাবেন, সেটাও জেনে রাখা দরকার।"